



226422 - ওযুর ফরয ও সুন্নতসমূহ

প্রশ্ন

ওযুর রুকন, ওয়াজবি ও সুন্নতসমূহ ক'কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

ওযুর রুকন ও ফরয ৬টি:

১। মুখমণ্ডল ধৌত করা। মুখ ও নাক মুখমণ্ডলের অংশ।

২। দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা।

৩। মাথা মাসহে করা।

৪। দুই পা টাকনুসহ ধৌত করা।

৫। ওযুর অঙ্গগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

৬। পরম্পরা রক্ষা করা (অর্থাৎ অঙ্গগুলো ধৌত করার ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়ে বরিতনা দয়া)।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে মুমনিগণ, যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াতো চাও তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও এবং তোমাদের মাথায় মাসহে কর এবং পায়েরে টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে নাও।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৬]

দখুন: ইবনে কাসমি এর হাশিয়াসহ ‘আল-রওযুল মুরব্বি’ (১/১৮১-১৮৮)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন:



এখানে ওয়ুর ফরয দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছ- ওয়ুর রুকনসমূহ।

এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আলমেগনের ভিন্নতা রয়েছে। কটে কটে ফরযগুলোকে রুকন হিসেবে উল্লেখ করেন। আবার কটে কটে রুকনগুলোকে ফরয হিসেবে উল্লেখ করেন। [আল-শারহুল মুমতী (১/১৮৩) থেকে সমাপ্ত]

ইতপূর্ববে আমরা উল্লেখ করেছি যে, জমহুর আলমে এর নকিট ফরযটাই হচ্ছ- ওয়াজবি। [দখুন: 127742 নং প্রশ্নোত্তর]
তাই ওয়ুর ফরযগুলোই হচ্ছ- ওয়ুর রুকন ও ওয়ুর ওয়াজবি; যগুলো দিয়ে ওয়ু সংঘটিত হয় এবং যগুলো ছাড়া ওয়ুর অস্তিত্ব হতে পারে না।

পক্ষান্তরে ওয়ুর সময় বস্মিল্লাহ্ বলা: ইমাম আহমাদরে মতে, এটা ওয়াজবি।

জমহুর আলমেরে মতে, এটা ওয়ুর সুন্নত; ওয়াজবি নয়। ইতপূর্ববে 21241 নং প্রশ্নোত্তরে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

দুই:

ওয়ুর সুন্নতসমূহ অনকে।

শাইখ সালহে আল-ফাওয়ান (হাফযাহুল্লাহ) বলেন: ওয়ুর সুন্নতসমূহ হচ্ছ-

১। মসেওয়াক করা। এর স্থান হচ্ছ- গড়গড়ার সময়। যাত করে মসেওয়াক ও গড়গড়ার মাধ্যমে মুখ পরিস্কার করা যায়; যার ফলে ইবাদত, তলোওয়াত ও আল্লাহর সাথে গোপন আলাপের জন্য নিজেকে তৈরী করে নেয়া যায়।

২। ওয়ুর শুরুতে চহোরা ধৌত করার আগে হাতেরে কব্জদ্বয় তনিবার ধৌত করা। এ বিষয়টি হাদসি উদ্ধৃত হওয়ার কারণে এবং যহেতে হস্তদ্বয় হচ্ছ- ওয়ুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পানি ব্যবহার করার মাধ্যম। তাই এ দুটোকে ধৌত করার মাঝে সমস্ত ওয়ুর জন্য সতর্কতা অবলম্বন পাওয়া যায়।

৩। চহোরা ধৌত করার আগে গড়গড়া কুলি ও নাকে পানি দিয়ে; অনকে হাদসি এ দুটো দিয়ে শুরু করার কথা উদ্ধৃত হওয়ার কারণে। রোযাদার না হলে প্রকৃষ্টভাবে এ দুটো আদায় করবে। গড়গড়া কুলি প্রকৃষ্টভাবে আদায় করার অর্থ হল: গোটো মুখেরে ভেতরে পানি ঘুরানো। প্রকৃষ্টভাবে নাকে পানি দায়ের অর্থ হচ্ছ: পানি টিনে একবোরেরে নাকেরে উপরে তুলে নেয়া।

৪। পানি দিয়ে ঘন দাঁড়ি খলিল করা; যাত করে ভেতরে পানি ঢুকবে। দুই হাত ও দুই পায়েরে আঙ্গুলগুলো খলিল করা।

৫। ডান হাত ও ডান পা দিয়ে শুরু করা।



৬। মুখমণ্ডল, হস্তদ্বয় ও পা-যুগল ধৌত করার ক্ষেত্রে একবারে অধিক তিনবার ধৌত করা।[আল-মুলাখ্বাস আল-ফকিহি (১/৪৪-৪৫) থেকে সমাপ্ত]

সুননতরে মধ্যরে আরও রয়েছে:

জমহুর আলমেরে মতে, কানদ্বয় মাসহে করা। ইমাম আহমাদরে মতে, কানদ্বয় মাসহে করা ওয়াজবি। ইতপূর্ববে 115246 নং প্রশ্ননোত্তরে তা বর্ণিত হয়েছে।

ওয়ুর পরে মুস্তাহাব হচ্ছ: আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলহু। আল্লাহুম্মাজ আলনিমিনাত্তা ওয়াবীন ওয়াজ আলনিমিনাল মুতাতাহ্হরীন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বহিমদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফরিকা ওয়া আতুবু ইলাইক। (অর্থ- “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনও হক্ব ইলাহ নই, তাঁর কোনও শরীক নই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরও অন্তর্ভুক্ত করুন। হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিম্বা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোনও হক্ব ইলাহ নই, আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকট তাওবা করছি।)

ওয়ুর সম্পূর্ণ বিবরণ জানতে 11497 নং প্রশ্ননোত্তর দেখুন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।